রঙের বই পড়ার পর

রঙের ইতিকথা পড়ার পর তার পাঠ-প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মোনালিসা সাহা। ভাললাগা, মন্দলাগা এই ছোট্ট লেখায়।

রং আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রং ছাড়া কিছু কল্পনা করাও অসম্ভব। রং যেন জীবনেরই অপর নাম। রং ছাড়া সব ফিকে, প্রাণহীন, স্পন্দনহীন। তবে এই রংকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝার, বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে আমরা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করি না।

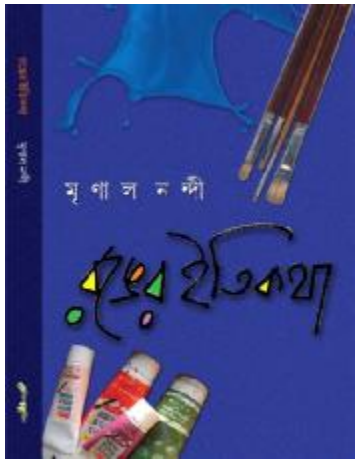

মৃণাল নন্দী তাঁর প্রথম বই *রঙের ইতিকথা*-তে চোদ্দোটি ছোট ছোট প্রবন্ধে রং নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইয়ের শেষে অবশ্য আরো চারটি সংযোজনী রয়েছে। সব মিলিয়ে আঠারোটি অংশে আলোচনা। তিনি আলোকপাত করেছেন মূলত চিত্রশিল্পে রঙের ব্যবহারের উপর। তাঁর আলোচনাকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

রং কি, কোনো রং কিভাবে মানুষের চোখে ধরা দেয় – তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে একটি পর্যায়ে। অপর পর্যায়ে রয়েছে কিভাবে গুহাবাসী মানুষ রঙের ব্যবহার শুরু করল। নিজের আঁকা ছবিতে ব্যবহৃত রংকে দীর্ঘস্থায়ী করতে নানা কৌশলও অবলম্বন করল সে। মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক রং ছাড়াও মানুষ কাজে লাগাতে লাগল রাসায়নিক রং। এই পর্যায়ে মানব সভ্যতার প্রথম থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রঙের বিবর্তন প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষ কখনও ছবি এঁকেছে গুহার দেওয়ালে, কখনও পাত্রে, কখনও বা কাপড় বা ক্যানভাসে। মানুষের আঁকা ছবি দেশ-বিদেশের বহু গুহায় আজও বর্তমান। গুহাচিত্রের নিদর্শনগুলি নিয়ে লেখক একটি পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। এখানে পরবর্তীকালের কিছু বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর কথাও উঠে এসেছে।

বইয়ের শেষে চারটি সংযোজনীকে বইটির আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। সহজসরল ভাষায় লেখা বইটি কিশোর-কিশোরীদের, বা বলা ভাল ছাত্রছাত্রীদের মনকে ছুঁয়ে যাবে আশা করা যায়। তবে বইটিতে আরও কিছু শিল্পীর ছবি পেলে ভালো লাগত।

বই : রঙের ইতিকথা; লেখক : মৃণাল নন্দী; প্রকাশক : কবিতা পাক্ষিক; প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫; মূল্য : ১৫০ টাকা